এমপিও তালিকা থেকে

# কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদ যাবে না, প্রয়োজনে নাম পরিবর্তন : শিক্ষামন্ত্রী

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , সোমবার, ২৮ অক্টোবর ২০১৯

রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী ও বিএনপি নেতাদের প্রতিষ্ঠিত যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবার এমপিওভুক্ত হয়েছে সেগুলোকে এমপিও তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে না। তবে ওইসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যদি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের আবেদন করে সে ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির বিষয়ে কোন প্রতিষ্ঠান অযোগ্য হলে ফের যাচাই-বাছাই করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল রাজধানীর ‘ব্যানবেইস’ ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান।

রাজনৈতিক বিবেচনায় এমপিওভুক্তি করা হয়নি দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘কোন কোন সংবাদপত্রে বলা হয়েছে, যুদ্ধাপরাধী, কুখ্যাত ব্যক্তি এবং স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তিদের নামে বা বিতর্কিত কোন রাজনীতিকের নামে কিছু শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধী বা কুখ্যাত ব্যক্তিদের নামে প্রতিষ্ঠিত চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিবর্তন করে চলেছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকলেও এ সংক্রান্ত সব তথ্য মন্ত্রণালয়ে নাই। স্থানীয় পর্যায় থেকে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি/স্থানীয় প্রশাসন/স্থানীয় জনগণ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নজরে আনলে তাৎক্ষণিভাবে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবে।'

মন্ত্রী বলেন, 'যেহেতু এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে কোন রকম রাজনৈতিক বিবেচনা করা হয়নি শুধু যোগ্যতারভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করা হয়েছে। সেহেতু কোন বিতর্কিত রাজনীতিকের নামে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একইভাবে নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে।'

সরকার গত ২৩ অক্টোবর দুই হাজার ৭৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তি করে আদেশ জারি করে। এই তালিকার বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিতর্ক উঠে। এ নিয়ে গতকাল দিনব্যাপী রাজধানীর 'ব্যানবেইস' ভবনে এমপিওভুক্তির তালিকা তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপরই তিনি সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকেই সদ্য এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারি বেতন-ভাতার অংশ (এমপিও বা মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) প্রাপ্য হওয়ার কথা রয়েছে।

এবারের এমাপিওভুক্তর তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, যুদ্ধাপরাধী ও জামায়াত নেতাদের প্রতিষ্ঠিত ন্যূনতম চারটি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপ্রতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের নামে প্রতিষ্ঠিত চারটি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। এছাড়া সরকারি হওয়া দুটি প্রতিষ্ঠান, এমপিওভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান, ভাড়াবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত দুটি প্রতিষ্ঠান এবং অবকাঠামা না থাকা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্ত হয়েছে। এজন্য তালিকা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে।

অভিযোগ রয়েছে, সরকারি দলের এমপি-মন্ত্রীদের দেয়া তালিকা থেকে এমপিওভুক্ত না করে অযোগ্য প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

যদিও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বলা হচ্ছে, কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সফটওয়্যার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠান তালিকা থেকে সব শর্তপূরণ করা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সোহরাব হোসাইন, ব্যানবেইসের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. ফসিউল্লাহ, এমপিওভুক্তির তালিকা তৈরির দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত সচিব জাবেদ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।